ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধি

(রেফ)

১। ঋ, র, ষ → "ণ" হয়

ঋণ, ভূষণ, বর্ণ

২। ক্ষ, ক্ষ্ম → ণ → বক্ষ্যমাণ, নিরীক্ষণ

(ক+ষ) (ক+ষ+ম)

@careermapbd 01896 06 1991-99 @careermapbd

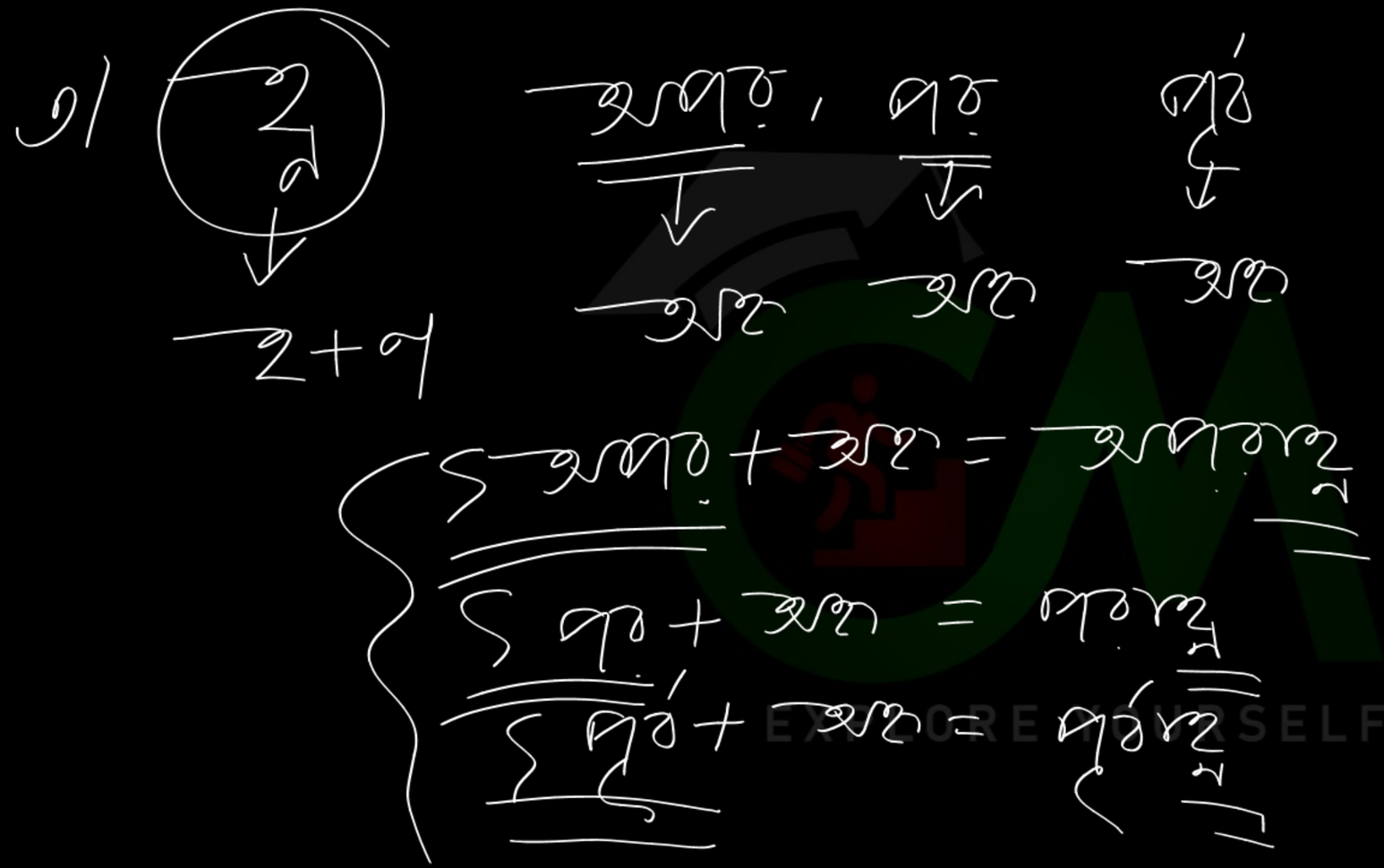

EXPLORE YOURSELF

৪। ট-বর্গীয় বর্ণের সাথে যুক্ত "ন" সবসময় "ণ" হবে

ট, ঠ, ড, ঢ, ণ

কাণ্ড, কণ্ঠ, ঘণ্টা

EXPLORE YOURSELF

৫। প্র, পরা, পরি, নির → "ণ" হয়

প্রণাম, প্রণয়, পরিণয়,

পরি + বহন

নির্ণয়

পরিবহন

ণ

বহন

EXPLORE YOURSELF

EXPLORE YOURSELF

৯. কিছু শব্দে নিত্য বা স্বভাবতই ণ হয়।
যেমন-

চাণক্য মাণিক্য গণবাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণিস্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণী গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণীনিপুণ ভণিতা পাণি।
গৌণ কোণ ভাণ পণ শোণ।
চিক্বণ নিক্বণ তূণকফণি বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

EXPLORE YOURSELF

ণ-ত্ব বিধি খাটে না

১। অগ্রহায়ন, নিদর্শন → 'ণ' হবে না
কোরান, পয়েন্ট

২। ক্রিয়াপদের শেষে 'ণ' হবে না
ধরেন, করেন, মারেন

EXPLORE YOURSELF

৩। সমাসবদ্ধ শব্দে 'ণ' হয় না

ত্রিনয়ন, দুর্নিবার

৪। ত-বর্গীয় বর্ণে 'ন' হয়

ত, থ, দ, ধ - ন

বৃন্দ, গ্রন্থ

EXPLORE YOURSELF

ষ-ত্ব

১/ ঋ ← এর পরে সর্বদা 'ষ' হয়

কৃষক, ঋষি

২/ ট-বর্গীয় বর্ণে 'ষ' হয়

ট, ঠ, ড, ঢ, ণ → মিষ্টান্ন, নিষ্ঠুর

EXPLORE YOURSELF

৩। ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর
ষ হয় (ষত্ব বিধান)
অভিষেক, অনুষ্ঠান

৪। ইঃ/উঃ + ক/খ/প/ফ = (ঃ) → ষ হয়
আবিঃ + কার = আবিষ্কার

EXPLORE YOURSELF

৫। সমোচ্চারণমূলক শব্দে 'এ' কার ব্যবহৃত হবে 'ঐ' নয়। সকলেষ্ঠু, প্রত্যেকেষ্ঠু

সবানেষ্ঠু

EXPLORE YOURSELF

@careermapbd 01896 06 1991-99 @careermapbd

বিন্দু থেকে সংকোচনে 'ও' হয়।

লোহার মাথা ঘটে — আগম হবে

বর্ষাকাল কোমল — ঢেউ কোমল

বসন্ত বাতাস বাড়ি যাবে

— আকাশ স্মরণে ঘড়ি — আছে

(লোহ ঘটক — ভাগ্যদেবী

ঘ — ঙ (বর্গীয় রাখা — না থাকলে)

[illegible]

* [illegible]

[illegible]

[illegible]

EXPLORE YOURSELF

২। বিদেশি শব্দে 'ষ' হয় না

ষ্টোর — স্টোর

ষ্টেশন — স্টেশন

ষ্টেশনারি — স্টেশনারি

EXPLORE YOURSELF

EXPLORE YOURSELF

EXPLORE YOURSELF

বাংলা বানানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

০১ বস্তুবাচক শব্দ ও প্রাণিবাচক অতৎসম শব্দের শেষে ই-কার (ি) হবে যেমন–

- বস্তুবাচক: বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, চাবি ইত্যাদি।
- প্রাণিবাচক: মুরগি, পাখি, হাতি ইত্যাদি।

০২ দেশ, জাতি ও ভাষার নাম লিখতে সর্বদা ই-কার (ি) হবে। যেমন–

- দেশ: জার্মানি, ইতালি, গ্রিস, চিলি, গিনি, হাইতি, হাঙ্গেরি ইত্যাদি।
- জাতি: বাঙালি, জাপানি, পর্তুগিজ, তুর্কি ইত্যাদি।
- ভাষা: ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফারসি, নেপালি ইত্যাদি।

EXPLORE YOURSELF

০৩ -ইনী, -ঈ, -ঈয়সী, -নী, -বতী, -মতী, -ময়ী, অন্ত্য প্রত্যয়যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা ঈ-কার (ী) হবে। যেমন– সর্বময়ী, মানবী, জননী, স্ত্রী, বুদ্ধিমতী, নারী, মনোহারিণী, গরীয়সী, তরুণী, কৃপাময়ী, গুণবতী ইত্যাদি।

০৪ বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার (ি) হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বর্ণালী	বর্ণালি
রূপালী	রুপালি
সোনালী	সোনালি

EXPLORE YOURSELF

০৫ বিদেশি শব্দের বানান বাংলায় লেখার সময় 'ষ' ও 'ণ' না হয়ে 'স' ও 'ন' হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ষ্টেশন	স্টেশন	গভর্ণর	গভর্নর
ষ্টুডিও	স্টুডিয়ো	কর্ণার	কর্নার
ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট	কর্ণেল	কর্নেল

০৬ অদ্ভুত-এর 'ভুত' ব্যতীত আর সব 'ভূত'-এ 'ঊ-কার' (ূ) হবে। যেমন– অভিভূত, একীভূত, আবির্ভূত, দ্রবীভূত, অভূতপূর্ব, অঙ্গীভূত, উদ্ভূত, কিম্ভূত, প্রভূত, পরাভূত, সম্ভূত, বশীভূত ইত্যাদি।

EXPLORE YOURSELF

০৭ ক-বর্গের শেষ বর্ণ ঙ, ক-বর্গের সাথে ঙ যুক্ত হয়। কখনোই 'ঞ' বা 'ন' যুক্ত হয় না। যেমন– গঙ্গা, কঙ্কা, আকাঙ্ক্ষা, অঙ্ক, ভয়ঙ্কর, আতঙ্ক, কেলেঙ্কারি, পঙ্কিল, শঙ্কা, আশঙ্কা, কঙ্কাল, পঙ্ক, কলঙ্ক, চিত্রাঙ্কন, বঙ্কিম, শশাঙ্ক, অঙ্গ, অঙ্গুলি, অঙ্গন, কঙ্কন, কলিঙ্গ, শৃঙ্খলা, শঙ্খ ইত্যাদি। তবে ক্ষেত্র বিশেষ 'ঙ' ও 'ং' উভয়ই হতে পারে। যেমন– অলঙ্কার/অলংকার, রঙ/রং, ঝঙ্কার/ঝংকার ইত্যাদি।

০৮ চ-বর্গের শেষ বর্ণ ঞ। চ-বর্গের সাথে ঞ যুক্ত হয়। কখনোই 'ঙ' বা 'ন' যুক্ত হয় না। যেমন– কাঞ্চন, জ্ঞান, গুঞ্জন, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, মঞ্জুরি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ব্যঞ্জন, বরঞ্চ, কুঞ্জ, প্রপঞ্চ, প্রবঞ্চনা, ঘিঞ্জি ইত্যাদি।

০৯ ট-বর্গের শেষ বর্ণ ণ (মূর্ধন্য-ণ)। তাই তৎসম শব্দে ট-বর্গের সাথে ণ যুক্ত হবে। কখনোই ন (দন্ত্য-ন) হবে না। যেমন– কণ্ঠ, কাণ্ড, ঘণ্টা, বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড, দণ্ড, প্রকাণ্ড, ভণ্ড, মণ্ডল, ভাণ্ডার ইত্যাদি।

১০ ত-বর্গের শেষ বর্ণ ন। তাই তৎসম শব্দে ত-বর্গের সাথে ন যুক্ত হয়; কখনোই মূর্ধণ্য ণ যুক্ত হয় না। যেমন– দন্ত, ধান্দা, সন্ধ্যা, অন্ত, ভ্রান্ত, প্রান্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, দ্বন্দ্ব, বিন্দু, অন্ধ, বন্ধন, বন্ধ্যা, অন্ন, ছিন্ন, রান্না ইত্যাদি। বিদেশি শব্দে সর্বদাই দন্ত্য-ন হয়।

১১ তৎসম শব্দে 'ষ' ও 'র' (ঋ, ঋ-কার, রেফ্, র-ফলা) এরপর মূর্ধন্য ণ ব্যবহৃত হয়। যেমন– তোরণ, ঋণ, বর্ণ, উদাহরণ, ধারণ, বরণ, আমন্ত্রণ, প্রাণ, প্রণীত, ব্রণ, অর্ণব, কর্ণ, স্বর্ণ, দূষণ, ভাষণ, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, রক্ষণ, বীক্ষণ ইত্যাদি।

১২ উপসর্গের পর ই-কার ও উ-কার থাকলে পরবর্তীতে 'ষ' হয় অন্যথায় 'স' হয়। যেমন– পরিষ্কার, আবিষ্কার, অনুষঙ্গ, সুষুপ্ত, বহিষ্কার, নিষ্কলঙ্ক, চতুষ্কোণ, ভ্রাতুষ্পুত্র, নিষ্কর্মা, নিষ্কৃতি, দুষ্কর, চতুষ্পদ, নিষ্পাপ, জ্যোতিষ্ক, নিষ্প্রভ, নিষ্প্রাণ, নিষ্পন্ন ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : অনুসরণ, অভিসার, পরিসমাপ্তি।

EXPLORE YOURSELF

১৩ অ-কার এর পরবর্তী বর্ণে 'স' যুক্ত হয়। যেমন– পুরস্কার, তিরস্কার, নমস্কার, শ্রেয়স্কর, মনস্কামনা, ভাস্কর ইত্যাদি।

১৪ র, ঋ, ঋ-কার, রেফ, র-ফলা- এর পরে 'ষ' হয়। যেমন– কৃষক, বর্ষা, ঋষি, ঈর্ষা, বৃষ, কৃষি, তৃষ্ণা, সৃষ্টি, কৃষ্টি, উৎকর্ষ, বার্ষিকী, শীর্ষ, হর্ষ, মুমূর্ষু, সপ্তর্ষি, তৃষা ইত্যাদি।

১৫ তৎসম শব্দে ট ও ঠ-এর সাথে 'ষ' যুক্ত হয়। যেমন– ইষ্ট, কষ্ট, তুষ্ট, নষ্ট, অনিষ্ট, আড়ষ্ট, নিকৃষ্ট, পুষ্টি, মুষ্টি, চেষ্টা, বিনষ্ট, শ্রেষ্ঠ, পৃষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। কিন্তু বিদেশি শব্দের বানানে অবশ্যই 'স' হবে। যেমন– স্টোর, স্টেশন, স্টিমার, স্টেনগান, কাস্টমার ইত্যাদি।

EXPLORE YOURSELF

১৬ স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দের শেষে সর্বদা দীর্ঘ ঈ-কার (ী) হয়। যেমন– দাসী, হরিণী, পিশাচী, মানবী, তরুণী, যুবতী, নেত্রী, নারী ইত্যাদি।

১৭ কোনো শব্দের শেষে 'স্ত' থাকলে এবং তা শব্দ থেকে বাদ দিলেও বাকি অংশের অর্থ ঐ শব্দসংশ্লিষ্ট হয়, তবে শুধু সেক্ষেত্রেই 'স্থ' হবে। অন্যথায় 'স্ত' হবে। যেমন–

নিকটস্থ (নিকট + স্থ)
পকেটস্থ (পকেট + স্থ)
পদস্থ (পদ + স্থ)

বিশ্বস্ত (বিশ্ব + স্ত)
বিন্যস্ত (বিন্য + স্ত)
সমস্ত (সম + স্ত)

১৮ 'তৈরি' সর্বদা (ি) কার দিয়ে হবে। যেমন–

- এক কাপ চা তৈরি কর। (ক্রিয়া)
- সে তৈরি পোশাক পরে। (বিশেষণ)

EXPLORE YOURSELF

১৯ তা, ত্ব, ইনী প্রত্যয়যুক্ত শব্দের মধ্যাংশে প্রত্যয়ের ই-কার হয় যেমন–

উপকারী + তা = উপকারিতা
মনোযোগী + তা = মনোযোগিতা
প্রতিযোগী + তা = প্রতিযোগিতা
সত্যবাদী + তা = সত্যবাদিতা
মন্ত্রী + ত্ব = মন্ত্রিত্ব
কৃতী + ত্ব = কৃতিত্ব
অধিবাসী + ইনী = অধিবাসিনী
সহধর্মী + ইনী = সহধর্মিণী

তেজস্বী + তা = তেজস্বিতা
সহকারী + তা = সহকারিতা
বিরোধী + তা = বিরোধিতা
একাকী + ত্ব = একাকিত্ব
দায়ী + ত্ব = দায়িত্ব
স্থায়ী + ত্ব = স্থায়িত্ব
অপরাধী + ইনী = অপরাধিনী
সহপাঠী + ইনী = সহপাঠিনী

EXPLORE YOURSELF

২০ কিছু স্ত্রীবাচক শব্দ সাধারণত ভুল হয়। এগুলো না হওয়ার জন্য নিচের শব্দগুলো মনে রাখতে হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনাথিনী	অনাথা	সুকেশিনী	সুকেশা/সুকেশী
ননদিনী	ননদ	রজকিনী	রজকী
অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী	পিশাচিনী	পিশাচী
গোপিনী	গোপী	ত্রিনয়নী	ত্রিনয়না
চাতকিনী	চাতকী	বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী
সর্পিনী	সর্পী	হেমাঙ্গিনী	হেমাঙ্গী

EXPLORE YOURSELF

২১ সন্ধিতে বিসর্গ স্থানে মূর্ধণ্য ষ বসে : সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার বা উ-কারের পর ক/খ/প/ফ-এর যে-কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'ষ' হয়। যেমন–

চতুঃ + কোণ = চতুষ্কোণ	নিঃ +ফল = নিষ্ফল
নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ	নিঃ + প্রাণ = নিষ্প্রাণ
ভ্রাতুঃ + পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র	বহিঃ + কার = বহিষ্কার
নিঃ + কৃতি = নিষ্কৃতি	ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার
আবিঃ + কার = আবিষ্কার	নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

EXPLORE YOURSELF

২২ বিসর্গ সন্ধিতে 'স'-এর ব্যবহার : বিসর্গের পরে 'ত' কিংবা 'থ' থাকলে ঐ বিসর্গ স্থানে 'স'-হয়। আবার, অ বা আ বর্ণের পর বিসর্গ থাকলে বিসর্গ স্থানে 'ষ' না হয়ে 'স' হয়। যেমন–

নিঃ + তার = নিস্তার

দুঃ + তর = দুস্তর

প্রঃ + থান = প্রস্থান

তিরঃ + কার = তিরস্কার

মনঃ + তাপ = মনস্তাপ

পুরঃ + কার = পুরস্কার

শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর

ভাঃ + কর = ভাস্কর

এরূপ তেজস্কর, তেজস্ক্রিয়, নমস্কার, নমস্কৃত, বৃহস্পতি, তস্কর, আস্পদ ইত্যাদি।

EXPLORE YOURSELF

২৩ কিছু বিসর্গ সন্ধি আছে যেখানে বিসর্গ লোপ পেয়ে হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ হয়। যেমন–

নিঃ + রস = নীরস

নিঃ + রব = নীরব

নিঃ + রোগ = নীরোগ

২৪ সন্ধি সাধিত আরও কিছু শব্দ আছে যেখানে প্রায়ই ভুল করা হয়।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনাটন	অনটন	জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র
অদ্যাবিধ	অদ্যাবধি	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
পৃথকন্ন	পৃথগন্ন	তরুছায়া	তরুচ্ছায়া
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	মুখছবি	মুখচ্ছবি
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	উপরিপরি	উপর্যুপরি
বহ্নূৎসব	বহ্ন্যুৎসব	যশেচ্ছা	যশ-ইচ্ছা

EXPLORE YOURSELF

২৫ **সম্ভাষণসূচক শব্দের বানানে সতর্কতা :** পুরুষবাচক সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর ষ হয়। যেমন– প্রীতিভাজনেষু, প্রিয়বরেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, কল্যাণবরেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, বন্ধুবরেষু, শ্রীচরণেষু, সুজনেষু, স্নেহাস্পদেষু, সুহৃদবরেষু, কল্যাণীয়েষু।

ব্যতিক্রম : আ-কারের পর স্ত্রীবাচক সম্ভাষণে সু হয়। যেমন– কল্যাণীয়াসু, সুচরিতাসু, পূজনীয়াসু, প্রিয়তমাসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু ইত্যাদি।

EXPLORE YOURSELF

২৬ প্রত্যয় ও ধাতুর অপরিবর্তনীয় দন্ত্য-স

ক. স্পৃহ, স্পন্দ, স্ফুর, স্ফুট, ধাতুর 'স' কখনো পরিবর্তিত হয় না। যেমন– নিস্পৃহ, নিস্পন্দ, বিস্ফোরণ, বিস্ফোরক, পরিস্ফুট।

খ. 'সাৎ' প্রত্যয়ের 'স' ঠিক থাকে। যেমন– অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভস্মসাৎ

গ. অ-কার ও আ-কারের পর সন/প্রত্যয়ের স অপরিবর্তিত থাকে। যেমন– অনুসন্ধিৎসা, অভীপ্সা, ঈপ্সা, চিকিৎসা, জিজ্ঞাসা, জিঘাংসা, জুগুপ্সা, পিপাসা, বীপ্সা, লিপ্সা।

EXPLORE YOURSELF

২৭ সমাসঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিরপরাধী	নিরপরাধ	অর্ধরাত্রি	অর্ধরাত্র
নিরভিমানী	নিরভিমান	অহর্নিশি	অহর্নিশ
নিরহংকারী	নিরহংকার	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
নির্গুণী	নির্গুণ	গরিমাময়	গরিময়
নির্জ্ঞানী	নির্জ্ঞান	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
নীরোগী	নীরোগ	পিতাহারা	পিতৃহারা
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	মাহারা	মাতৃহারা

EXPLORE YOURSELF

২৮ প্রত্যয় ঘটিত বিভিন্ন অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অর্থনৈতিক	আর্থনীতিক	মাধুরিমা	মধুরিমা
ঐক্যতান	ঐকতান	মুহ্যমান	মোহ্যমান
ঐক্যমত	ঐকমত্য	রম্যণীয়	রমণীয়
গণ্যনীয়	গণ্য	দোষণীয়	দূষণীয়
গ্রাহ্যণীয়	গ্রাহ্য	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
সহ্যনীয়	সহনীয়	পূজ্যনীয়	পূজনীয়
বরণ্যনীয়	বরণীয়	বর্ষকীয়	বার্ষিক

EXPLORE YOURSELF

২৯ সমার্থ শব্দের বাহুল্যজনিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি/অদ্যও	কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন	বিবিধ প্রকার	বিবিধ
আরক্তিম	আরক্ত/রক্তিম	যদ্যাপিও	যদ্যপি/যদিও
কদাপিও	কদাপি	সময়কাল	সময়/কাল
সমূলসহ	সমূল/মূলসহ	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য
সুস্বাগত	স্বাগত	শুধুমাত্র	শুধু/মাত্র

EXPLORE YOURSELF

৩২ স্বত্ব ও সত্ত্ব বিভ্রাট : স্বত্ব ও সত্ত্ব বিভ্রাট দূর করতে এ দুটি শব্দের অর্থ মনে রাখতে হবে। যেমন–

- 'স্ব' অর্থ নিজ। আর এ থেকেই স্বত্ব অর্থ নিজত্ব বা আমাত্ব।
- 'সত্ত্ব' অর্থ বিদ্যমান, অস্তিত্ব, কোনো গুণ বোঝাতে ও ফলের রস বোঝাতে।

উদাহরণ

১. এ জমিতে আমার স্বত্ব (নিজত্ব বা অধিকার) আছে।
২. মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা (সন্তানের অস্তিত্ব)।
৩. তিনি একজন সাত্ত্বিক (গুণসম্পন্ন) মানুষ।
৪. কাঠালের আমসত্ত্ব (রস অর্থে)।

EXPLORE YOURSELF

৩৩ ভারি/ভারী

- ভারি অর্থ খুব বেশি/বেশি।
- ভারী অর্থ ওজন।

উদাহরণ

১. আমটি ভারি মিষ্টি।

২. এক কেজি লোহা ভারী না এক কেজি তুলা ভারী?

EXPLORE YOURSELF

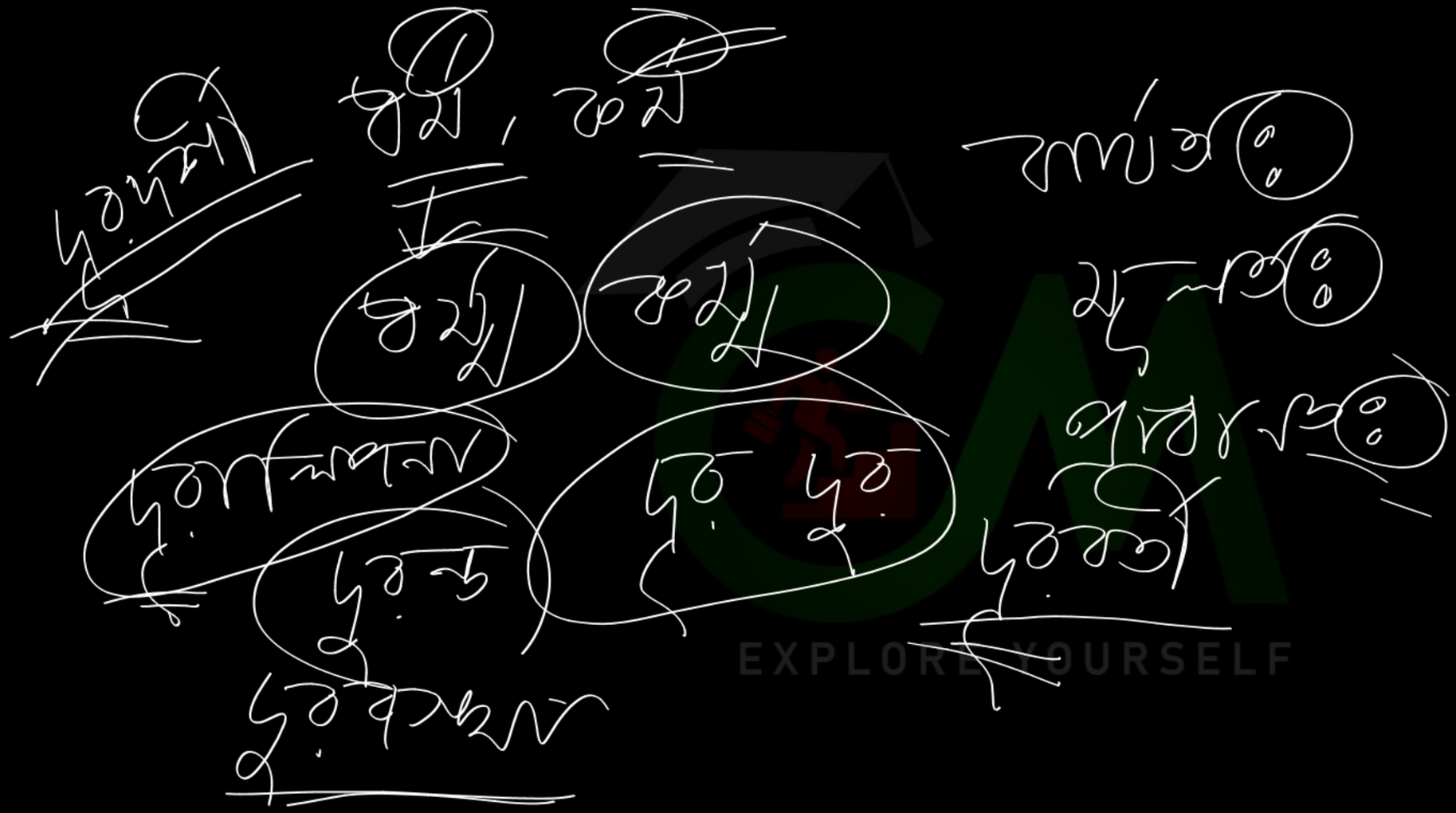

EXPLORE YOURSELF

EXPLORE YOURSELF